ভোরের কাগজ ঢাকা ■ বুধবার ■ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করছেন কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বিজ্ঞপ্তি।

বারি

কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণী সংবলিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের নবম সংস্করণে মোট ৪২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

বইটি ৫০০ টাকা ভর্তুকি মূল্যে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, বারির মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব, সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. নাজিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

Page-X

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
১ রজব ১৪৪১

www.dailysokalersomoy.com

বুধবার

বারি'র কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবই এর নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণী সংবলিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবই এর নবম সংস্করণে সর্বমোট ৪২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি ৫০০ টাকা ভর্তুকিমূল্যে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আজুল ওহাব, বারি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. নাজিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

সুশাসনের জন্য প্রতিদিন

দেশকাল

বুধবার

www.deshkalbd.com

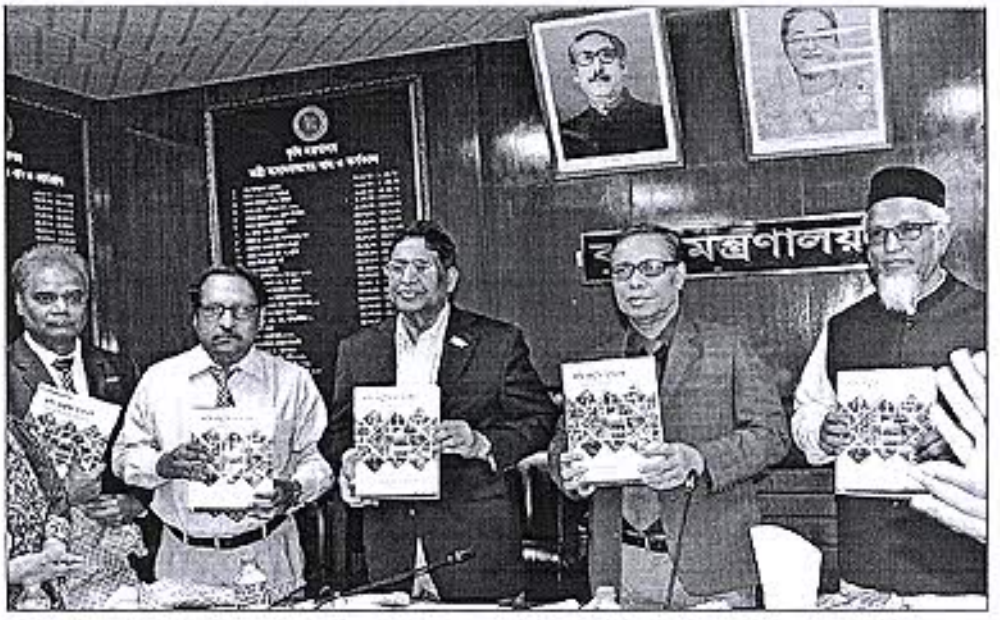

বারি'র কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই** এর নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী **কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি**। গত রবিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবই এর নবম সংস্করণে সর্বমোট ৪২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি ৫০০ টাকা ভর্তুকিমূল্যে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব, বারি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কাশেম আযাদ ও বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. নাজিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

Page-11

শেয়ার বিজ
বুধবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬

বারি'র কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের মোড়ক উন্মোচন

প্রতিনিধি, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত 'কৃষি প্রযুক্তি হাতবই' এর নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রজ্জাক, এমপি। গত রোববার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণী সংবলিত এই হাতবইয়ের নবম সংস্করণে সর্বমোট ৬২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি ৫০০ টাকা ভর্তুকি মূল্যে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, বারির মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল ওহাব, বারির সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও বারির পরিচালক ড. মো. নাজিবুল ইসলামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জেষ্ঠ কর্মকর্তারা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

Page-1

গাজীপুর ॥ রবিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১৩ ফাল্গুন ১৪২৬ ॥ ০১ রজব : ১৪৪১
রেজিঃ নং ডিএ- ১৭১১ ॥ বর্ষ ২৭ : সংখ্যা ৩১৬

মুক্ত সংবাদ
THE DAILY MUKTASANGBAD

কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি'র হাতে বারি'র প্রকাশিত কৃষিপ্রযুক্তি হাতবই নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন।-মুক্তসংবাদ

বারি'র কৃষিপ্রযুক্তি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

মুক্ত প্রতিবেদক-

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত কৃষিপ্রযুক্তি হাতবইয়ের নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। গত রবিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের বিবরণী সম্বলিত বইয়ের নবম সংস্করণে সর্বমোট ৪২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা রয়েছে। বইটি ৫০০ টাকায় যে কোনো ব্যক্তি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে

(তৃতীয় পাতায় দেখুন)

সংগ্রহ করতে পারবেন। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব, বারি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও বারি'র পরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলামসহ সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

Page-4

গণমানুষের মুখপত্র

দৈনিক গণমুখ

The Daily Gonomookh Voice of the people

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্গবন্ধু বহুমাত্রিক পদক' প্রাপ্ত পত্রিকা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডিএ ■ ৬৪৫ ■ বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৮৬ ■ বুধবার :: ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৬ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ■ পৃষ্ঠা- ৪

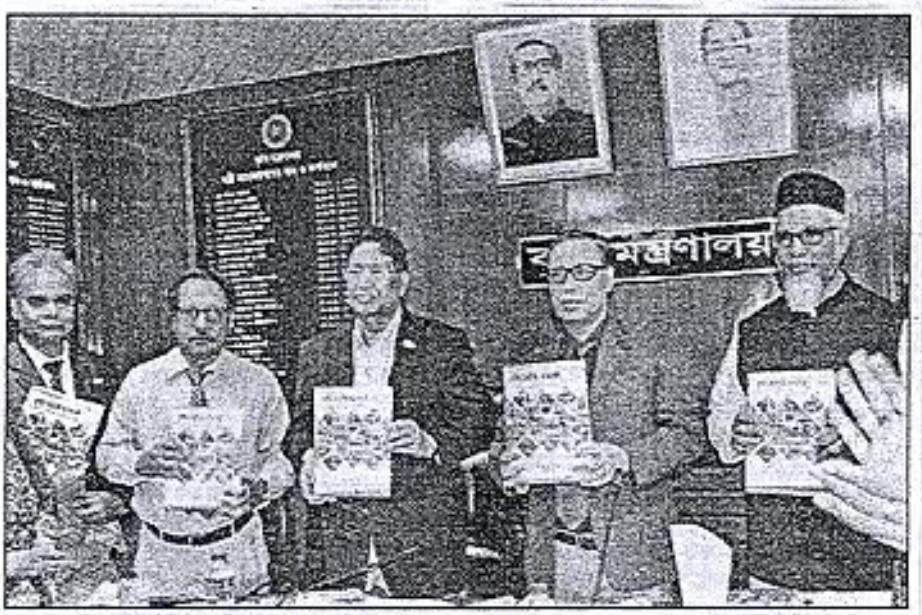

বারি'র কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক প্রকাশিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবই এর নবম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত কৃষি প্রযুক্তি হাতবই এর নবম সংস্করণে সর্বমোট ৪২৪টি জাত ও অন্যান্য ১১২টি প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি ৫০০ টাকা ভর্তুকিমূল্যে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বারি'র মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল ওহাব, বারি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মোঃ নাজিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

page-20

The Financial Express

Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Wednesday, February 26, 2020
Falgun 13, 1426 BS: Rajab 1, 1441 Hijri

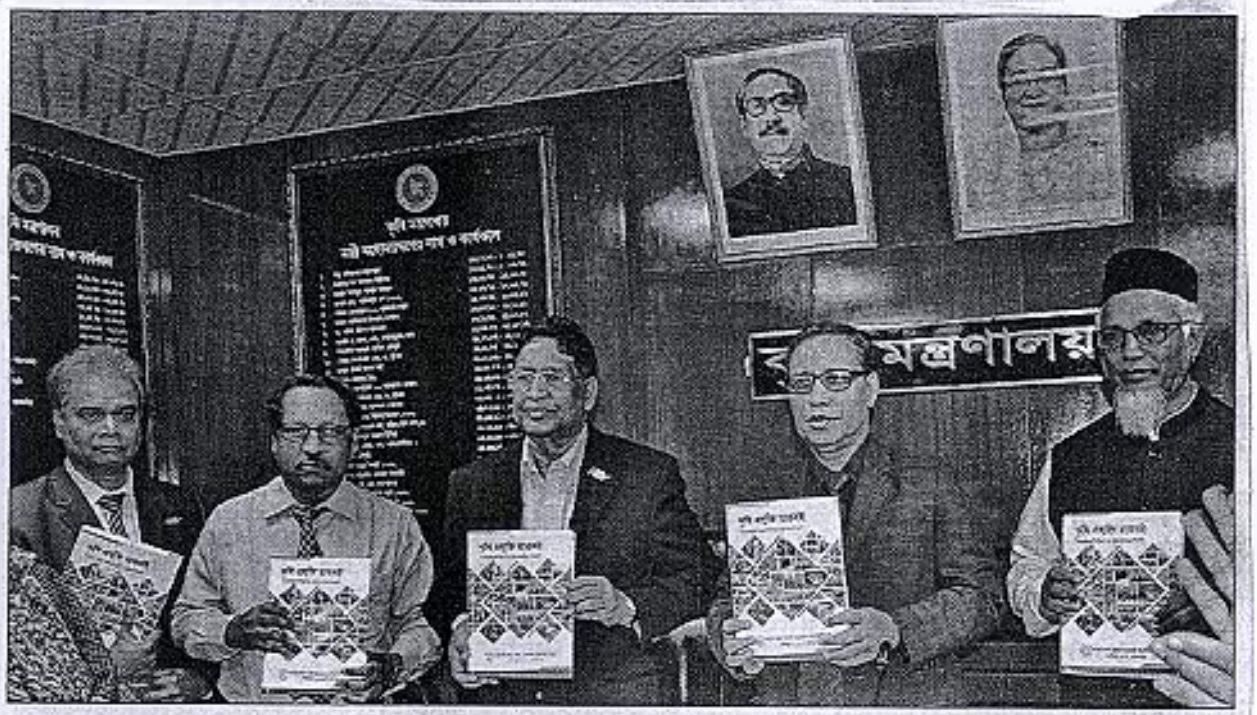

Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque, MP (middle) unveiling the ninth edition of the Krishi Projukti Hathboi published by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) at the Agriculture Ministry conference room recently. (from right) BARI Director General Dr Md Abdul Wohab, Agriculture Secretary Md Nasiruzzaman, former BARI Director General Dr Abul Kalam Azad, BARI Director (Planning and Evaluation) Dr Md Nazirul Islam are also seen

Page-5

THE ASIAN AGE

DHAKA WEDNESDAY FEBRUARY 26, 2020

Agri-tech handbook of BARI unveiled

▸ **AA Correspondent,** *Gazipur*

Agriculture Minister Dr Mohammad Abdul Razzaq MP has unveiled the ninth edition of the agri-technology handbook published by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI).

The handbook was unveiled at a program at the conference room of Agricluture Ministry on Sunday.

A total of 424 species and 112 technologies invented by the BARI have been described in the handbook.

The handbook is available at the head office of Bangladesh Agriculture Research Institute.

Agriculture Secretary Md Nasiruzzaman, BARI Director General Dr Md Abdul Ohab, ex-DG of BARI Dr Abul Kalam Azad and the Director of BARI (Planning and Development) Dr Md Nazirul Islam were present on the occasion, among others.

Agriculture Minister Dr. Muhammad Abdur Razzaque, MP (middle) unveiled the ninth edition of the Krishi Projukti Hathboi published by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) on Sunday at the Agriculture Ministry conference room. -AA

Page-10

Daily INDUSTRY
26 February, 2020

Gazipur: *Agriculturist Dr Abdur Razzaque MP, Minister of Agricultural affairs Ministry yesterday unveiled the cover of 9th edition of the Krishi Projukti Hatboi (Agriculture Technology Hand Book) in a function at Bangladesh Agriculture Research Institution (BARI) in the city.* -Daily Industry

Page -7

ভোরের কাগজ ঢাকা ■ বুধবার ■ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নওগাঁর রানীনগর উপজেলার বেতগাড়ী গ্রামের মাল্টা চাষি মাসুদ পারভেজের বাগান —ভোরের কাগজ

নওগাঁয় বারি-১ জাতের মাল্টা চাষ

মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, নওগাঁ থেকে : নওগাঁয় অন্যান্য কৃষি ফসলের পাশাপাশি সুস্বাদু পুষ্টিকর রসালো ফল মাল্টা চাষে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। এজন্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাল্টা চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের। অন্যান্য ফল ও ফসলের দাম কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাল্টার দিকে ঝুঁকেছেন তারা। চাষিরা বলছেন, নতুন জাতের ফল ও ফসলের প্রতি সবসময়ই আগ্রহ থাকে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যে কোনো ফলের প্রতি ক্রেতাদেরও আগ্রহ থাকে এবং দামও ভালো পাওয়া যায়। এ কারণে কৃষকরা মাল্টা চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন। এছাড়া মাল্টা চাষে আবহাওয়া অনুকূল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহিষ্ণু হওয়ায় কৃষকরা এর চাষ দিন দিন বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কৃষি বিভাগ বলছে, মাল্টা একটি সুস্বাদু ফল। জেলায় সুস্বাদু এ পুষ্টিকর রসালো ফল চাষ করা হচ্ছে। এলাকায় বেকার যুবকরাও অন্যান্য ফসল চাষের পাশাপাশি মাল্টা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ভালো দাম পাওয়ার আশায় কৃষকদের নতুন ফল ও ফসলের প্রতি আগ্রহ থাকে। জেলার কয়েকটি এলাকায় ভরানিক পদ্ধতিতে বারি-১ মাল্টা চাষের উপযোগী জমিতে চাষ করা হচ্ছে। যেখানে কৃষকরা ধানের পাশাপাশি মাল্টা চাষ শুরু করেছেন। তবে সো-আঁশ ও বেলে সো-আঁশ মাটিতে ভালো জাতের মাল্টা গাছের চারা রোপণ করতে পারলে এবং নিবিড় পরিচর্যায় মাল্টার ফলন ভালো হয়।

গত ৩ বছর থেকে নওগাঁয় মাল্টা চাষ শুরু হয়েছে। কৃষি অফিস থেকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং চাহিদার সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। গত বছর সুস্বাদু রসাল এই মাল্টা স্থানীয় বাজারে খন্ড আকারে বিক্রি করা হয়েছিল। কোনো ধরনের রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়াই জমি থেকে মাল্টা বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতারা স্থানীয় এসব ফল কিনতেও আগ্রহবোধ করছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মাল্টা চাষের জন্য উপযোগী বলে মনে করছেন চাষিরা। জেলার রানীনগর উপজেলার বেতগাড়ী গ্রামের মাল্টা চাষি মাসুদ পারভেজ বলেন, বছর বছর ধানের দাম কমার সেফসাদে পড়তে হয়েছে। কোনো ফল বা ফসলের দাম একবার খাওয়া গেলে কৃষকরা পরের বছর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আবাদ করেন। এতে একই ফসল বাজারে থাকায় দাম কম পাওয়া যায়। গত ২০১৮ সালে এক একর জমিতে কৃষি অফিস থেকে প্রদর্শনী নিয়ে ও নিজে কিছু বারি-১ জাতের মাল্টার চারা নিয়ে শুরু করেছি। বাগানে এখন ২০০টি মাল্টার গাছ আছে। মাল্টা চাষে কৃষি অফিস থেকে সার্বিক পরামর্শ সেবা পাচ্ছি। প্রথম দফায় ২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রায় ৪০-৪৫ হাজার টাকার মাল্টা বিক্রি করেছি।

রানীনগর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, রোগ-বালাই না থাকায় বারি ১ জাতের মাল্টা চাষে ভালো ফলন পেয়েছেন কৃষকরা। বাজারে এর চাহিদা বেশি থাকায় ভালো দাম পেয়ে কৃষকরা লাভবান হয়েছেন। যেহেতু খন্ড পরিমাণে মাল্টার আবাদ করা হয়েছে। আগামীতে এর আবাদ আরো বেড়ে যাবে।

Page-2

আমার বার্তা। বুধবার
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বারী-১১ জাতের কাঁচা আম ঝুলছে গাছে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই আম ব্যাপক সাড়া ফেলেছে মানুষের মাঝে। ছবিটি খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে তোলা
—আমার বার্তা

দেশ রূপান্তর

মঙ্গলবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নতুন জাত উদ্ভাবন, বছরজুড়ে উৎপাদন হবে পেঁয়াজ

মো. আমিনুল ইসলাম, গাজীপুর

পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা করছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। সারা বছর পেঁয়াজ উৎপাদনে বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন একাধিক জাত। এর সুফল পেতে শুরু করেছেন কৃষকরা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত পাঁচটি জাতের মধ্যে বারি পেঁয়াজ-২, ৩ ও ৫ গ্রীষ্মকালে উৎপাদন করা যায়।

মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার দেশ রূপান্তরকে জানান, দেশে প্রায় ২ দশমিক ১২ লাখ হেক্টর জমিতে ১৭ দশমিক ৩৫ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। এখানে পেঁয়াজের জাতীয় গড় ফলন ১০ দশমিক ৭৪ টন, যেখানে বিশ্বব্যাপী গড় ফলন ১৭ দশমিক ২৭ টন। পেঁয়াজ বীজের গড় ফলন ৪০০-৫০০ কেজি, যা অন্যান্য দেশে ১০০০-১২০০ কেজি। পেঁয়াজ বীজের চাহিদা প্রায় ৬৫০ টন। উন্নত মানের পেঁয়াজ বীজের সরবরাহ সরকারি পর্যায়ে ২০ টন ও বেসরকারি পর্যায়ে ২৫-৩০ টন। বাকিটা কৃষক নিজে উৎপাদন করেন, যা পুরোপুরি মানসম্মত নয়। পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শীতকালের পাশাপাশি গ্রীষ্মকালেও এর আবাদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন শীতকালে হলেও এর কন্দ উৎপাদন গ্রীষ্মকালে করে নিতে হয়। এজন্য এর প্রস্তুতি ও যত্ন আলাদা ধরনের। জলবায়ু খুব বেশি ঠান্ডা বা গরম পড়ে না এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় না, সেসব স্থানে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও এর বীজ ভালো হয়। প্রচুর দিনের আলো, কম উত্তাপ ও মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকা দরকার। বীজ উৎপাদনের জন্য ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পুষ্পদণ্ড বের হওয়ার সময় ১০-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন। এর ফসল (বাল্ব) ও বীজ সংগ্রহ, কিউরিং ও স্টোরিংয়ের সময়কালীন উষ্ণ শুষ্ক আবহাওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

> দেশে পেঁয়াজের জাতীয় গড় ফলন ১০ দশমিক ৭৪ টন, যেখানে বিশ্বব্যাপী গড় ফলন ১৭ দশমিক ২৭ টন

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত গভীর, ঝুরঝুরে, দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি সবচেয়ে ভালো। হালকা মাটিতে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে পেঁয়াজ কন্দ বেশ বড় ও ভারী হয় এবং অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায় ও তা থেকে ভালো বীজ পাওয়া যায়। মাটির পিএইচ ৫ দশমিক ৮ থেকে ৭ দশমিক ২ থাকলে পেঁয়াজের কন্দ ও বীজের ফলন ভালো হয়। অধিক অম্ল বা ক্ষার মাটিতে পেঁয়াজ আস্তে আস্তে বাড়ে, ছোট হয় এবং পরিপক্বতা দেরিতে হয়।

তিনি জানান, বারি পেঁয়াজ-৫ আগাম ও নাবি খরিপ মৌসুমে উপযোগী স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল জাত। সারা বছর চাষোপযোগী, বাল্ব গোলাকার, বড় এবং লালচে বর্ণের। স্বল্পমেয়াদি, বীজ বোনা থেকে ৯৫-১১০ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৯০-১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-৩ গ্রীষ্মকালে চাষোপযোগী স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল জাত। কন্দ গোলাকার আকৃতির এবং রং লালচে। গাছের উচ্চতা ৩৫-৫০ সেমি এবং গড় ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম। জীবনকাল ৯৫-১১০ দিন এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-২ গ্রীষ্মকালীন স্বল্পমেয়াদি, গোলাকৃতি লালচে কন্দ। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪৫ সেন্টিমিটার এবং কন্দের ওজন ৫৫-১৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৯০-১১০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-১৮ টন।

ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার জানান, বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা ও আমদানি বাংলাদেশে মূলত তিন পদ্ধতিতে পেঁয়াজ উৎপাদন করা হয়। চারা থেকে পেঁয়াজ, মুড়িকাটা পেঁয়াজ ও সরাসরি বীজ বপন করে কন্দ উৎপাদন করা হয়।

চারা থেকে পেঁয়াজ– কার্তিক মাসে (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) বীজতলায় বীজ বপন করে (৩৫-৪৫ দিন বয়সী) চারা ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি মাসে জমিতে রোপণ করে পেঁয়াজ কন্দ উৎপাদন করা হয়। এদেশের মোট উৎপাদনের সিংহভাগ পেঁয়াজ (৮০-৯০ ভাগ) এ পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। মুড়িকাটা পেঁয়াজ– ছোট আকারের কন্দ জমিতে আগাম (ভাদ্র-আশ্বিন বা মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য নভেম্বর) রোপণ করে বড় কন্দ (মুড়িকাটা পেঁয়াজ) উৎপাদন করা হয়। সরাসরি বীজ বপন করে কন্দ উৎপাদন– শীতকালে অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর) মাসে সরাসরি বীজ বপন করেও পেঁয়াজ কন্দ উৎপাদন করা হয়। চাষাঞ্চল ও সমতল ভূমিতে সীমিত পরিসরে এ পেঁয়াজ উৎপাদন করা হয়। এতে পেঁয়াজের আকার কিছুটা ছোট ও ফলন কম হলেও শ্রমিক কম লাগায় উৎপাদন খরচ কম হয় এবং পরিপক্ব অবস্থায় সংগ্রহ করা হলে ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের জাত বীজ-চারা-কন্দ বা সরাসরি বীজ-কন্দ পদ্ধতিতে সারা বছর আবাদ করে কন্দ উৎপাদন করা যায়।

তিনি আরও জানান, বীজের অপ্রতুলতাই মূলত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ সম্প্রসারণের অন্তরায়। সব ধরনের পেঁয়াজেরই শীতকালে বীজ উৎপাদন করা হয়। এদেশে পেঁয়াজ বীজের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬৫০ মেট্রিক টন। উন্নত মানের পেঁয়াজ বীজের সরবরাহ সরকারি পর্যায়ে ২০ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ২৫-৩০ মেট্রিক টন।